"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি মরলে আমার কাছে দুনিয়া মৃত, বাবার হওয়া অর্থাৎ দেহ অভিমান চূর্ণ হওয়া, একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে"

*প্রশ্নঃ - অন্তিম সময়কে নিকটে দেখে কোন্ স্লোগানটিকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে?

*উত্তরঃ - "কারোর (ধন) চাপা পড়ে থাকবে ধুলোয়, কারোর (সম্পদ) রাজা হরফ করে নেবে..." -- এই স্লোগান সদা স্মরণে রাখো, কারণ এখন দুখের পাহাড় ভেঙে পড়বে। সকলের মৃত্যু হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বাবার কাছে সম্পূর্ণরূপে বলি প্রদত্ত হয়ে যাও, তোমাদের সবকিছু সফল হতে চলেছে। তোমরা এক জন্ম সমর্পিত হও আর বাবা ২১ জন্মের জন্য সমর্পিত হয়ে যান। ২১ জন্ম তোমাদের লৌকিক মা-বাবার উত্তরাধিকারের প্রয়োজন নেই। দ্বাপর থেকে পুনরায় যেমন কর্ম তেমন ফল প্রাপ্ত হবে।

*গীতঃ- আমি একটি ছোট্ট শিশু...

ওম্ শান্তি । এ তো মানুষমাত্রই জানে যে উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) হলেন ভগবান। ভগবানকে সর্বদা পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে আর ওঁনার নামও উচ্চ, নিবাসস্থানও উচ্চ। সবথেকে উচ্চ মূললোকে থাকেন। এখন যখন গড ফাদার বলা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সন্তানই হবে। এমন তো বলতে পারবে না রে আমরা ফাদার। সর্বব্যাপী বললে তো তখন সকলেই ফাদার হয়ে যায়। ওঁনাকে তো সদা ঊর্ধ্ব থেকেও উর্ধ্বে পরমধামে বসবাসকারী পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবত (ভগবান), সেইজন্য সমস্ত ভক্তরা তাঁকে স্মরণ করে। তারা বলেও থাকে -- ভগবানকেই ভক্তদের ভক্তির ফল দিতে এখানে আসতে হবে। সেই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ক্রিয়েটার অবশ্যই নতুন দুনিয়া রচনা করবেন। তাহলে তিনি আসবেন কোথায় ? পতিত দুনিয়ায় কী ? নাকি পবিত্র দুনিয়ায় ? দেখো এই কথা ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। তোমরা কেউ ছোট্ট নও। শরীরের অরগ্যান্স (কর্মেন্দ্রিয়) তো বড়, তাই না ! তোমরা জানো সকলেই বাবাকে স্মরণ করে, মনে করে এখানে দুঃখ রয়েছে। আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে শান্তি-সুখ রয়েছে। ড্রামা অনুসারে বাবাকে আসতেই হবে। যা নির্ধারিত হয়েই রয়েছে সেটাই হতে চলেছে.... এর মধ্যে কোন তফাৎ হতে পারে না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আবর্তিত হতে থাকে। চার যুগ ঘুরতে থাকে। কলিযুগের পর হয় সঙ্গমযুগ। কলিযুগ এবং সত্যযুগের মধ্যে এ হলো কল্যাণকারী ধর্মীয় যুগ। এ হলো পুরুষোত্তম যুগ অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। এই যুগের মতন উত্তমযুগ আর কখনো হয় না। সত্যযুগ-ত্রেতার সঙ্গমযুগ উচ্চ কিছু নয়। সেখানে তো দুই কলা সুখ কম হয়ে যায়। এই সঙ্গম যুগের মহিমা রয়েছে। তোমরা জানো বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। এমন নয় যে সর্বব্যাপী। বাচ্চারা কত ভুল করে, কিন্তু ভুলও ড্রামা অনুসারে হতেই হবে। আমি এসে নির্ভুল বানিয়ে দিই। বাবা বলেন তোমরা আমায় উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবত বলো। আমি আবার তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও উচ্চ বানিয়ে দিই, তবেই তো ভক্ত স্মরণ করে। কিন্তু সর্বব্যাপী বলে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তোমরা নিজেরাই এরকম কাঙাল দুঃখী হয়ে গেছো। ভারত সুখধাম ছিল। এখন দুঃখধাম হয়েছে। এখন বাবা বলেন আমি তোমাদের নিজের থেকেও উচ্চ বানিয়ে দিই। আমি তো পরমধাম ব্রহ্মাণ্ডে থাকি, তোমরাও ওখানে থাকো। তারপর এখানে আসো ভূমিকা পালন করতে। তোমরা জানো ব্রাহ্মণ হলো উচ্চ থেকে উচ্চ কেশ-শিখা। তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ শিববাবার কি নিদর্শন রাখবে? তিনি হলেন একটি স্টার। যেমন আত্মা তেমনই পরমাত্মা। জ্বলজ্বল করে ভ্রুকুটির মধ্যভাগে আজব নক্ষত্র। আত্মার স্বরূপ হলোই স্টার। এ হলো পূর্বনির্ধারিত ড্রামা। এরমধ্যে সকল আত্মারা ব্রহ্মাণ্ডে, নিরাকারী বৃক্ষে থাকে, যাকে নির্বাণধাম বলা হয়ে থাকে। আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া সুইটহোম থেকে আসে। এখন হলো দুঃখধাম। কত পার্টিশন রয়েছে, সত্যযুগে কোন পার্টিশন ছিল না। ভারতই উচ্চ ভূখন্ড ছিল। বাবাকে সত্য বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন আমি সত্য ভূখণ্ড স্থাপন করতে এসে থাকি, সেইজন্য অবশ্যই নতুন দুনিয়া স্থাপন করে পুরোনো দুনিয়াকে সমাপ্ত করে দিতে হবে, তাই না ! এখন দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়বে। কত চাপা পড়ে থাকবে ধুলোয়....। তারাও মনে করে যে আমরা যে বোমা তৈরি করছি, পরস্পরকে চোখ রাঙাচ্ছি তাহলে শেষে সমাপ্ত তো অবশ্যই হবে। কিন্তু জানা নেই কে প্রেরণা দেয় যে এইরকম জিনিস তৈরি করে থাকে। গীতাতেও রয়েছে যে পেট থেকে মুষল বেরিয়েছে। এ হলো সমস্ত বুদ্ধির কথা। বোমা আবিষ্কৃত হয় নিজের দেশকে বিনাশ করতে। যাদব, কৌরব, পাণ্ডব -- তিন সেনাবাহিনী রয়েছে, তাইনা ! যাদব-কৌরব যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায়। বাকি কৌরব- পাণ্ডবদের কোনো লড়াই হয় না। তোমাদের কারোর সঙ্গে যুদ্ধ নেই। তোমরা হলে যোগের দ্বারা বলপ্রাপ্তকারী রাজঋষি। সন্ন্যাসী হলো হঠযোগ ঋষি। উনি হলেন

শংকরাচার্য, ইনি হলেন শিবাচার্য। শ্রীকৃষ্ণকে আচার্য বলা যাবে না। তিনি এখন নলেজ গ্রহণ করছেন, পুনরায় সেই শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার জন্য। এই রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। তোমরা পতিত কাঁটার থেকে দৈবী ফুলে পরিণত হচ্ছো।

গানেও শুনেছো -- এসো, অজামিলের মতন পাপীদেরও উদ্ধার করো। গাওয়াও হয়ে থাকে পতিত-পাবন, তিনিই সদ্গুরু। যিনি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজার-রাজা বানিয়ে দেন। এ'টাই হলো এইম অবজেক্ট। এ হলো পাঠশালা, তাই না! এখানে আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে যাই। এতে অন্ধশ্রদ্ধার কথা নেই। স্কুলে এইম অবজেক্ট থাকে, তাই না ! তোমরা বাবার কাছে এসেছো অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে। ওখানের উত্তরাধিকার এখানে নিতে হয়। ও'টা হলোই সুখধাম। এ হলো দুঃখধাম। গানে শুনেছো -তোমরা তো হলে সন্তান, তাই না! কেউ ২৫ বছরের, কেউ ২০ বছরের। বাবা বলেন -- একদিনের বাচ্চাও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। অসীম জগতের পিতা পুনরায় ভারতকে হীরের মতন বানাতে এসেছেন। সত্যযুগে কত হীরে-জহরতের মহল ছিল, সে আর জিজ্ঞাসা কোরো না। তারপর যখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন থেকে পতিত রাজার বসে সোমনাথের মতন মন্দির নির্মাণ করেছে। রাজাদের কাছে মন্দির থাকে। আজকাল তো অনেক মন্দির নির্মাণ করতে থাকে। সবথেকে মুখ্য মন্দির কে বানিয়েছিল ? যারা পূজ্য থেকে পূজারী হয় অবশ্যই তারাই বানিয়েছিল। তোমরাই পূজ্য তোমরাই হলে পূজারী -- এই মহিমা পরমপিতা পরম আত্মার নয়। ওঁনার মহিমা তো সব থেকে আলাদা। প্রত্যেক মানুষের মহিমা আলাদা হয়ে থাকে। উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) মহিমা হলো বাবার, যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাও। তারপর দ্বাপর থেকে নিয়ে তোমরা লৌকিক পিতার সন্তান হয়ে যেমন যেমন কর্ম করো তেমনই জন্ম নিতে থাকো। ধন দান করলে এক জন্ম অল্প কালের জন্য সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। রাজারাও তো রোগী হয়, তাই না ! স্বর্গে তোমরা রোগী হবে না। তোমাদের গড়ে ১৫০ বছর আয়ু থাকে। কত হেলদি থাকো। রোগ, দুঃখ ইত্যাদি নামই থাকে না। শিববাবা বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন, একে হাতে করে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। পুরুষার্থ করা উচিত -- তা সে সূর্যবংশীয়ই হও, বা চন্দ্রবংশীয় হও অথবা বিত্তশালী প্রজা। এইম অবজেক্ট হলো -- শ্রীকৃষ্ণের মতন হওয়া। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-বাচ কখনো হয়নি। এ হলো ভগবানুবাচ। বোঝানো হয়ে থাকে -- এগুলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রাজস্ব অর্থাৎ স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য। শাস্ত্রতে তো বড় কাহিনী লিখে দিয়েছে। বাবার উপর সমর্পিত হলে তারপর বাবাও ২১ জন্মের জন্য সমর্পিত হয়ে যান। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত উচ্চ থেকেও উচ্চ বানিয়ে দেন। ব্রহ্মান্ডে বসবাসকারী, ব্রহ্মান্ডের মালিকই হলেন, তাই না! তারপর তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, আমি বিশ্বের মালিক হই না। তোমাদেরকে বানানোর জন্য আসি।

তোমরা বলেও থাকো -- পতিত পাবন এসো, এসে পবিত্র করো। তারপর সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারে ? সদগতি দাতা, পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবাই। এইসময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতো, রজো, তমোর মধ্য দিয়ে সকলকে যেতেই হবে। প্রত্যেকটি বস্তু প্রথমে সতোপ্রধান হয়, তারপর তমোপ্রধান হয়ে যায়। সত্যযুগেও দেবী-দেবতারা সতোপ্রধান, তারপর ত্রেতায় সতো; রামরাজ্য; ক্ষত্রিয়, তারপর রজোতে বৈশ্য, তমোতে শূদ্র, বর্ণও তো রয়েছে, তাই না! বিরাটরূপে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র দেখানো হয়ে থাকে। বাবা আর ব্রাহ্মণকে গোপন করে দেয়। তোমরা ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের থেকেও উচ্চ হও। কারণ তোমরা ভারতের উচ্চ সেবা করে থাকো। শ্রীমতানুসারে তোমাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ, উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবানের মৎ প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরাও শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাও, শ্রী শ্রী শিববাবার মাধ্যমে। তারপর মায়ার প্রবেশ হয় তখন তোমরা আসুরীক হয়ে যাও। প্রতি কল্পে বাবা এসে তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। বাবা জ্ঞানের কলস তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের উপর রেখেছেন -- মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য। সন্ন্যাসীরা তো মাতাদের নরকের দ্বার মনে করে, নিন্দা করে তারপর এসে সেই মাতাদের কাছে ভিক্ষা চায়, তখন আবার ঋণ চেপে যায় সেইজন্য পুনর্জন্ম যদিও গৃহস্থীদের কাছে নেয় তারপর সন্ন্যাসগ্রহণ করে। পুনর্জন্ম না নিলে তাহলে এত অসংখ্য সন্ন্যাসী কোথা থেকে আসতো ?

ভারত পবিত্র ছিল, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই দেবতাদের সামনে মহিমা গাওয়া হয় -- আপনি সর্বগুণসম্পন্ন..... তারপর নিজেকে বলে -- আমি নির্গুণী আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। ল্প সর্বগুণ সম্পন্ন -- এ শিববাবার মহিমা নয়, এ হলো দেবতাদের মহিমা। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে রাম-সীতার সামনেও এই মহিমা করে। শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু বুঝতে কিছুই পারে না। সেইজন্য বাবা বলেন -- এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খোলে। দেবতাদের তৃতীয় নেত্র থাকে না। চিত্রে দেবতাদের দেখানো হয় কিন্তু বাস্তবে হলো তোমাদের। কিন্তু তৃতীয় নেত্র খোলে আবার বন্ধও

হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে শোনে, ধারণ করে, অন্যদের শোনায় তারপরেও পালিয়ে যায়। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা

মায়ার কাছে হেরে যায়। বাবা যুদ্ধ করান ৫ বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করানোর জন্য। এছাড়া আর যুদ্ধ তো হয় না। তোমরা এখন হলে ব্রহ্মা-বংশীয়, তারপর দেবতা হবে। এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছো। এইসময় সৃষ্টির চক্র সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিতে রয়েছে। নাটক সম্পূর্ণ হয়। বাবা নিয়ে যেতে এসেছেন। মায়া সকলকে পতিত করে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন -- যোগ অগ্নির দ্বারা তোমরা বিকর্মাজিৎ হও, এতে পরিশ্রম রয়েছে। আর কিছু করতে হবে না। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা আমরা তোমার ছিলাম। তারপর তুমি আমাদের সত্যযুগে পাঠিয়েছিলে, সত্যযুগে পুনর্জন্ম নিতে থেকেছি। তারপর ত্রেতায় এসেছি তখনো পুনর্জন্ম ত্রেতাতেই নিতে থেকেছি। এঁনাকেও বাবা বলেন -- তুমি নিজের জন্মকে জানো না, আমি বলে দিচ্ছি। মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় ? ৮৪ লক্ষের কথা তো হতেই পারে না। কল্পের আয়ুই ৫ হাজার বছর। এইসমস্ত শাস্ত্রগুলি তোমাদের গভীর নিদ্রায় শুয়ে দিয়েছিল। এখন বাবা এসে তোমাদের জাগিয়ে তুলেছেন। তোমরা জেগে উঠে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। তোমরা হলে ছোট বাচ্চা, কেউ ৩ মাসের, কেউ ৪ মাসের। তোমরা যখন ঈশ্বরের হয়ে যাও, তখন আবার তোমরা মৃত-সম হও, দুনিয়াও (তোমাদের কাছে) মরে যায়। যখন বাবার হয়ে যাও তখন দেহ-অভিমান ভেঙে যায়। বাবা বলেন -- শরীর-সহ থেকে, গৃহস্থী জীবনে থেকেও কমল ফুলের মতন থাকতে হবে। সত্যযুগে তোমরা পবিত্র সম্বন্ধে ছিলে। এখন অপবিত্র গৃহস্থ ধর্মালম্বী হয়েছো। তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। ভক্তিও তোমরাই শুরু করো। পূজ্য থেকে পুজারী তোমরাই হও। প্রথমে তোমরা অব্যভিচারী ভক্তি করেছো, এখন ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে গেছে। তারপর তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবাকে আসতেও সঙ্গম যুগেই হয়। যুগে যুগে বললে, তাহলে চার যুগ বলো, তাই না ! তারপর ২৪ অবতার -- কুর্ম, মৎস্য অবতার কীভাবে হতে পারে? গড ইজ ওয়ান (ঈশ্বর অদ্বিতীয়), রচয়িতাও হলেন এক, আর ওঁনার রচনাও হলো এক। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্বরাজ্যের জন্য বাবার উপর বলি প্রদত্ত হতে হবে। এইম অবজেক্টকে সর্বদা সামনে রাখতে হবে। পুরুষার্থ করে সূর্যবংশীয় হতে হবে।

২) বাবার থেকে যে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, তা সর্বদা যেন খোলা থাকে। মায়ার প্রবেশ না হয়ে যায় এর জন্য পুরোপুরি ধ্যান রাখতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্মাজিৎ হতে হবে।

বরদানঃ- সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা বাবাকে আপন করে একরস হয়ে থাকা নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ ভব

নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার জন্য সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা বাবাকে আপন করে নাও। কোনো দৈহিক সম্বন্ধে বুদ্ধির আকর্ষণ যেন না থাকে। যদি কখনো আকর্ষণ হয় তাহলে বুদ্ধি এদিক ওদিক বিচরণ করতে থাকবে। বসবে বাবাকে স্মরণ করতে আর স্মরণ সে-ই আসবে যার প্রতি মোহ রয়েছে। কারোর মোহ অর্থের প্রতি থাকে, কারোর গহনায়, কারোর কোনো সম্বন্ধে.... যেখানেই থাকবে সেখানেই বুদ্ধি যাবে। যদি বার-বার বুদ্ধি যায় তাহলে একরস থাকতে পারবে না।

স্লোগানঃ- প্রকৃতিকে দাসী বানিয়ে নাও তাহলে উদাসীনতা (হতাশা) দূর হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;